25

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 MAR 1987 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৯৩

'২০০০ সালের মধ্যে—'

সরকারের আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা রহিয়াছে বলিয়া শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ঘোষণাটি আশাব্যঞ্জক, সন্দেহ নাই। আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে যেখানে সরকারী হিসাবেই শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২২ জন, সেখানে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা শুনিলে স্বাভাবিকভাবেই মনে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাইলে এই আশা কর্পূরের মতো উবিয়া যাইতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না। শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উচ্চকিত ঘোষণা কখনোই কম শোনা যায় নাই। ইহার জন্য নানা উদ্যোগ-আয়োজনও দেখা গিয়াছে। কখনো বয়স্ক শিক্ষার নামে এবং কখনো নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে উদ্যোগ-আয়োজন ও অর্থব্যয় কিছুই খুব একটা কম হয় নাই। কিন্তু ইহার বেশির ভাগই যে বারো ভূতের পেটে গিয়াছে এবং নীটফল দাঁড়াইয়াছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের অনুপাতে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির পরিমাণ কম, তাহাও বোধকরি নূতন করিয়া কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সে জন্যই সংশয় জাগে এমন সময়সীমা বাঁধিয়া দিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটি বাস্তবিক হইবে তো?

আমরা জানি, ২০০০ সালের মধ্যে আরো একটি কাজও নাকি সম্পন্ন হইবে—তাহা হইতেছে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'। এবার তাহার সহিত যুক্ত হইল 'সকলের জন্য শিক্ষা'। অথচ এই দুইটি ক্ষেত্রেই আমাদের সমস্যা বিপুল। শিক্ষার মতোই জনস্বাস্থ্যের চিত্রও হতাশাদীর্ণ। আবার জনস্বাস্থ্যের মতোই শিক্ষাজীবনও বিপন্ন। দেশে ২০০০ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইতেছে। খুবই ভালো কথা, কিন্তু এদিকে যে এখনই প্রাথমিক পর্যায়েই ড্রপ আউটের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ তাহার কি হইবে? প্রাইমারী স্কুলের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই অর্ধেক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহার উপর রহিয়াছে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে ক্রমবর্ধমান ভর্তি সমস্যা। জানি না, ইহা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কতোখানি সহায়ক?

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সার্বজনীন শিক্ষা ও শিক্ষার প্রসারের কথা মুখে বলা হয় সত্য, কিন্তু বাস্তবে তাহার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ আছে কিনা, তাহাই ভাবিবার বিষয়। থাকিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির এমন হতাশাজনক চিত্র সম্ভবত আমাদের প্রত্যক্ষ করিতে হইত না। প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার উদ্যোগ অবশ্য আছে, কিন্তু অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট, পাঠ্যবইয়ের বোঝা, পরীক্ষা পদ্ধতির জটিলতা, অনেক স্কুলেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সমস্যাপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে ২০০০ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার কতোখানি সার্থক হইবে তাহা লইয়া সন্দেহ পোষণ না করিয়া পারা যায় না। তবে সত্যি সত্যি নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচন করিয়া ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাইয়া দিতে হইলে মুখে মুখে না বলিয়া এ ক্ষেত্রে কাজের কাজ করাই হইবে শিক্ষা প্রসারের প্রকৃষ্ট উপায়। সেদিকেই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।